27 FEB 20 3

গ্রন্থাগারের উৎপত্তি কোথায়?

গ্রন্থাগার আধুনিক মানব সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সভ্য সমাজের এক মৌলিক পরিচয়। মানব সমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক ধারাবাহিক সংগ্রহশালা।

আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারে পাঠরত পাঠক

কবে থেকে গ্রন্থাগারের উৎপত্তি– এ প্রশ্নটি মানুষ যেদিন থেকে তার নিজের সার্বিক অস্তিত্ব খুঁজতে মনোনিবেশ করেছিল সেদিন থেকেই। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মতো গ্রন্থাগারের উৎপত্তির বিষয়টিও গবেষণা সাপেক্ষ। পৃথিবীর বিখ্যাত অনেক গবেষক দীর্ঘদিনের গবেষণায় জানতে পেরেছেন যে, অতি প্রাচীনকালে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মিউজিয়াম আর সে মিউজিয়ামের এক কোণে তৈরি করা হতো গ্রন্থাগার। তবে সেখানে মূলত সাহিত্য ও কলা বিষয়ে জ্ঞানচর্চা হতো। তবে গ্রন্থাগারের উৎপত্তির ব্যাপারে বিশ্ববরেণ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে অনেক।

একদল গবেষক মনে করেন, পৃথিবীর সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার তৈরি হয়েছিল ক্রশিয়নে। কারণ হিসেবে তারা মনে করেন যে, ব্রিশিয়নে আলেকজান্দ্রিয়ার সম্ভ্রান্ত ম্যাসিডনীয় গ্রিকরা বসবাস করতেন। আবার আরেক দল গবেষক মনে করেন, প্রাচীন এবং বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার সবচেয়ে প্রাচীন এবং বিখ্যাত। আর যেহেতু প্রাচীন গ্রন্থাগার, কাজেই তারা দাবী করেন যে পৃথিবীর গ্রন্থাগারের উৎপত্তি আলেকজান্দ্রিয়ায়। আবার আর একদল গবেষক আছেন, তারা দাবি করেন, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রথম গ্রন্থাগার তৈরি হয়েছিল মিসরে। কারণ হিসেবে তারা প্রমাণ করেন, প্যাপিরাসের ওপর খোদাই করা ধাতুফলক। তাছাড়াও সভ্যতার দিক থেকেও মিসরীয় সভ্যতা অনেক প্রাচীন। এ রকম মতবিরোধের মধ্যদিয়ে গ্রন্থাগারের উৎপত্তির বিষয়টি আজ পর্যন্ত বিতর্কিত রয়ে গেছে।

প্রাচীন গ্রন্থাগুলোর মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়া ও প্যারিস ছাড়াও নিনেভার ধ্বংসাবশেষের মাঝে খ্রিস্টপূর্ব ৬৬৮ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬২৬ সাল পর্যন্ত রাজা অসুর বানী পলের রাজকীয় গ্রন্থাগার এবং পরে গ্রিক সবডানো পলের কিছু কিছু গ্রন্থলিপি উদ্ধার করা যায়। মোটামুটি সব গবেষকের ধারণা যে, অতিপ্রাচীনকালের বিখ্যাত এবং প্রাচীন সব গ্রন্থাগার সবই ধ্বংস হয়ে গেছে।

মিউজিয়ামের সন্নিকটে বা তার আশপাশে গ্রন্থাগার তৈরি করা ছাড়াও সে সময়ে কিছু কিছু ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের খোঁজ গবেষকরা জানতে পেরেছেন। যেমন এরিস্টটলের গ্রন্থাগার, এথেন্স, এন্টিওশিয়া, পারগামন, রোডস, স্মার্না, কস ইত্যাদি জায়গায় ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল। গবেষকরা মনে করেন, শুধু যে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল তা নয়, এসব জায়গায় সাধারণ গ্রন্থাগারও (Public library) ছিল। কিন্তু সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।

প্রাচীনকালের বিখ্যাত ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে একমাত্র আলেকজান্দ্রিয় গ্রন্থাগারটি সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি জানা গেছে। বিশ্বখ্যাত সব গবেষকের গবেষণায় আমরা জানতে পেরেছি, অতিপ্রাচীনকালেও গ্রন্থাগার ছিল ও বিশাল আকারে এবং বিশেষ যত্নসহকারে তা ছিল। পৃথিবীর বুকে নানা সভ্যতার নানা রূপ বিবর্তনের ফলে হয়তো সে সব জ্ঞানপীঠ ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ কোনো না কোনোভাবে গ্রন্থাগার নামক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আধারটির বিশেষত্ব বুঝে তা রক্ষা করতে এবং তৈরি করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। সে প্রচেষ্টার ফলে অতিপ্রাচীনকাল ও মধ্যপ্রাচীনকালের রাজা-বাদশা এবং ধর্মীয় পুরোহিতদের কুনজর উপেক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ এ আধারটিকে একশ্রেণীর জ্ঞানসাধক রক্ষা করেছিলেন এবং এখনো করছেন। এর কারণ মূলত গ্রন্থাগারের প্রসঙ্গিকতা। পৃথিবীর প্রাচীনকাল অতিক্রম করে যখন আধুনিককালে মানুষ যাত্রা শুরু করেছিল তখন তো গ্রন্থাগারই হয়ে দাঁড়ায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল কেন্দ্রস্থল।

গ্রন্থাগারের গুরুত্ব

আমরা গ্রন্থাগার বলতে সাধারণত

এরিস্টটল, তাঁর ছিল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার

বুঝি, কিছুসংখ্যক বইয়ের সংগ্রহ এবং বই রাখার জন্য একটি ভবন বা ঘর। আর বইগুলো দেখানোর জন্য কয়েকজন কর্মচারী। গ্রন্থাগারের আকার অনুযায়ী কর্মচারীর সংখ্যা কখনো কখনো কম-বেশি হয়ে থাকে। তবে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সেই প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত মানে আজো সমান গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষণীয় বিষয় হলো, পৃথিবীর যেসব দেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সেসব দেশ স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে অনেক এগিয়ে। যদিও প্রাচীনকালে বেশিরভাগ গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকরা ছিলেন রাজা-মহারাজারা কিন্তু পরবর্তীকালে কিছুসংখ্যক জ্ঞানী-গুণী মানুষ গ্রন্থাগার তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং আজ অবধি তার ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, যার ফলে বিশ্বব্যাপী গ্রন্থাগারের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীনকালে অনেক দেশের রাজা-মহারাজাগণ কখনো কখনো আইন করেই গ্রন্থাগারে বই জমা দিতে বাধ্য করিছেলেন– এরকম নজির অনেক পাওয়া যায় ইতিহাসে। যেমন সারাপিয়নে স্থাপিত গ্রন্থাগার।

রাজা-মহারাজা, জ্ঞানী-গুণী মানুষের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে গ্রন্থাগার এবং এই গ্রন্থাগারগুলো কালক্রমে হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের মূল ভাণ্ডার। জ্যোতির্বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে চিকিৎসা বিজ্ঞানী, গণিতবিদ থেকে শুরু করে রসায়নবিদ, সাহিত্য থেকে শুরু করে সঙ্গীতজ্ঞ সবাই সে ভাণ্ডার থেকে যুগে যুগে তথ্য সংগ্রহ করে নিজের গবেষণা এবং আবিষ্কারের কাজ চালিয়েছিলেন এবং চালিয়ে যাচ্ছেন– এদিক থেকেও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম।

কাজের পার্থক্য

বর্তমান সময়ের গ্রন্থাগারের কাজ আর প্রাচীনকালের গ্রন্থাগারের কাজের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। বর্তমান সময়ের গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষদের তুলনায় প্রাচীনকালের অধ্যক্ষদের কাজ অনেক অনেক জটিল ছিল। কারণ বর্তমান সময়ের মতো সব ছাপানো বই সে সময় ছিল না। কাজেই গ্রন্থাগারে বই রাখার বা সাজানোর কাজটি ছিল খুবই জটিল। অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিহীন পাণ্ডুলিপিগুলোকে ভালো করে পড়ে সংশোধন করে একটি ছাঁচে ফেলে নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীভুক্ত করে গ্রন্থাগারে রাখা হতো। আর এর জন্য প্রয়োজন হতো অনেক সময়ের। বর্তমান সময়ের গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপির সাজানো-গোছানোর দরকার পড়ে না। কারণ বই হিসেবেই সেসব গ্রন্থাগারে রাখা হয়। বর্তমান গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষের মতো প্রাচীন সময়ের গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষদের কেবলমাত্র গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ বা তালিকা তৈরি করে ক্ষান্ত হলেই চলতো না, ভাষাতত্ত্ব বিদ্যায়ও তাদের যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হতো। তাই বলা হয়ে থাকে, আলেকজান্দ্রিয়ার সমস্ত গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষরা ছিলেন অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত।

প্রাচীন গ্রন্থাগারের আকার

প্রাচীন গ্রন্থাগারের আকার ছিল অত্যন্ত বড়ো। গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যাও ছিল ব্যাপক। গবেষকদের মতে, প্রাচীনকালের প্রায় সব বড়ো বড়ো গ্রন্থাগারের আকার ছিল বিশাল এবং এতে পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লাখ থেকে ৭ লাখ। ধ্বংসপ্রাপ্ত আলেকজান্দ্রিয়া বা প্যাপিরাসের সমস্ত গ্রন্থাগারগুলো ছিল এক একটি সুরম্য আট্টালিকা। রাশি রাশি সাজানো পাণ্ডুলিপির সৌন্দর্য ছিল নজর কাড়া। পাঠক কক্ষ সুবিন্যস্ত ছিল, মূর্তি, দেয়ালে খচিত ভাস্কর, শিল্পকলা ও দেয়ালচিত্রও কক্ষে শোভা পেতো। অনেক গ্রন্থাগারের প্রধান আকর্ষণ ছিল সেই সব বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির অধ্যায়নরত নানা ভঙ্গিমার ছবি।

আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারে কর্মব্যস্ততা

□ অনিল সেন